STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

সেপ্টেম্বর ২০১৭
নবপর্যায় ৫৩
মূল্য ১০ টাকা

রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচার ও নির্বাচনের ৫ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চার সমাবেশ ছবি: পরিষদ বার্তা

রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচার ও নির্বাচনের ৫-দফা বাস্তবায়নের দাবিতে সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চার সমাবেশ ও পদযাত্রা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

মায়ানমারে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা গণহত্যার প্রতিবাদে এবং নির্বাচনের ৫-দফা বাস্তবায়নের দাবিতে সারা দেশে আহুত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বাধীন ১৯টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চা 'ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে গত ১৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার বিকেলে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশশেষে উপস্থিত বিক্ষুব্ধ জনতা পদযাত্রার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে যাত্রা করে। পদযাত্রার এক পর্যায়ে শাহবাগ মোড়ের কাছে শিশু পার্কের সামনে পুলিশ এর গতিরোধ করে। পরবর্তীতে সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে তাঁর বরাবরে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন।

পদযাত্রা শুরু হওয়ার আগে সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে প্রদানের স্মারকলিপি সমবেত জনতাকে পড়ে শোনান। এতে বলা হয়, 'আজকের এই স্মারকলিপি যে মুহূর্তে আমরা উপস্থাপন করতে চলেছি সে মুহূর্তে গোটা দেশ ও জাতি এক সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখী। প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিম, হিন্দু নির্বিশেষে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর সেখানকার সামরিক বাহিনী ও কালো মুখোশ-কালো পোশাকধারীদের পরিচালিত নির্মম সহিংসতা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যা আমাদের নিদারুণ বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা, পৃষ্ঠা ২

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা আসছেই ॥ মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী

অজয় দাশগুপ্ত

মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় পেয়েছে। খাদ্য ও চিকিৎসা পেয়েছে। দলে দলে আসছে তারা। প্রাণের ভয়ে আসছে। নিরাপদ আশ্রয়ের প্রত্যাশায় আসছে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ত্রাণ সাহায্য মিলছে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে। তবে প্রধান দায় বহন করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে এবং আরও কত সময় ধরে সেটা চলবে, কেউ বলতে পারে না।

কক্সবাজার জেলার মোট লোকসংখ্যার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ রোহিঙ্গা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে এসেছে। তাদের দখলে চলে যাচ্ছে পাহাড় ও বনভূমি। সী বিচে তারা পৃষ্ঠা ৭

কালো মুখোশ কালো পোশাক পরিহিত ওরা কারা?

॥ নিজস্ব বার্তা প্রতিবেদক ॥

গত ৩১ আগস্ট গভীর রাতে বাংলাদেশ-মায়ানমারের তুমরু সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা মুসলমানদের মতো সেখানকার হিন্দুদেরও শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের খবর পেয়ে এর পরদিন সকালে চট্টগ্রামে ছুটে যান বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। চট্টগ্রামে গিয়ে তিনি সংগঠনের কক্সবাজার জেলা সম্পাদক অধ্যাপক প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন ও উখিয়ার ইউপি সদস্য, স্থানীয় পূজা কমিটির সভাপতি ও ঐক্য পরিষদ নেতা স্বপন শর্মার সাথে যোগাযোগ করে এ ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য জানতে চান। ঐদিনই বিকেল আনুমানিক ৪ টার দিকে তারা দু'জনেই তাঁকে জানান, প্রায় শ তিনেক রোহিঙ্গা হিন্দু বাংলাদেশে ঢুকেছে। এদের প্রথম দলের ১৬ জন, যার মধ্যে ৯ জন শিশু, ১ জন যুবতী ও ৬ জন নারী বাংলাদেশের সীমান্ত পেরিয়ে উখিয়ার কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণের পরপরই বিড়ম্বনার শিকার হন। ঐ শিবিরেরই পৃষ্ঠা ২

রাখাইনে হামলায় পরিবারের আট সদস্য নিহত হওয়ার পরে অন্তঃসত্ত্বা অনিকা ধর উখিয়ার কুতুপালং লোকনাথ মন্দিরে এসে অন্যদের সাথে আশ্রয় নিয়েছেন।

সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চার সমাবেশ ও পদযাত্রা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাই এবং এ ঘটনার জন্যে দায়ীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার চাই। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক বিপর্যয়ের এ দিনগুলোতে তাদের প্রতি মানবিক সহযোগিতার যে আন্তরিক ভূমিকা আপনি পালন করে চলেছেন তার প্রতি বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা যেমনিভাবে বাংলাদেশের সর্বস্তরের নাগরিককে প্রশংসিত করেছে তেমনিভাবে রোহিঙ্গা সমস্যার সার্বিক সমাধানে সরকারের ইতোমধ্যে গৃহীত উদ্যোগকে আমরা সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করি। রোহিঙ্গা ইস্যুতে আপনি জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছেন, বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশে অবস্থানরত দুর্গত রোহিঙ্গাদের তাদের স্বদেশে নিরাপদ অঞ্চল গঠন করে ফিরিয়ে দিতে পারবেন-সে বিশ্বাস বাঙালি জাতির দেশপ্রেমিক অংশ হিসেবে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর রয়েছে। এ মানবিক সমস্যার সমাধানে আপনার সকল উদ্যোগের সাথে আমরা একাত্ম। এ ছাড়া সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আপনার জিরো টলারেন্সের নীতি আমরা আপামর বাঙালি সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করি।'

স্মারকলিপিতে এ মর্মে আশা প্রকাশ করা হয় যে, আগামি একাদশ সংসদ নির্বাচনে এমন কাউকে প্রার্থী করা হবে না যারা নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিল বা আছে। এ ছাড়া রাজনৈতিক দল ও জোটের নির্বাচনী ইশতেহারে সংখ্যালঘুদের প্রাণের দাবি ৭-দফার পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত হবে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি থাকবে। এতে নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ও পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন ও সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আবেদন জানানো হয়।

স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮গ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পাকিস্তানি আমল থেকে সুদীর্ঘ ৭০বছর ব্যাপী একটানা বঞ্চনা, বৈষম্য, নিগৃহণ, নিপীড়নের ফলে ইতোমধ্যে পিছিয়ে পড়া ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনায় নেয়ার জন্যে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে পার্লামেন্টসহ জনপ্রতিনিধিত্বশীল সকল সংস্থায় তাদের আসন সংরক্ষণের বিষয়টি আপনি আন্তরিকভাবে বিবেচনা করবেন, এটি আমাদের প্রত্যাশা। একই সাথে আগামি একাদশ সংসদ নির্বাচনে বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থায় যাতে সংসদে আদিবাসীসহ সংখ্যালঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় সে ব্যাপারে আপনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন, এ আমরা আশা করি।

এতে আরো বলা হয়, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে যে কোন নির্বাচনে ভোটদান আমাদের মৌলিক অধিকার। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সত্য হলেও, নির্বাচনের পূর্বাপর ব্যক্তি নয়, সম্প্রদায় হিসেবে টার্গেট করে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন, নিপীড়ন চালায়, যা আজও অব্যাহত আছে। এর ফলে, নির্বাচন নিয়ে এক ধরণের হতাশা, অনীহা ও ভীতিকর পরিস্থিতি সংখ্যালঘুদের মনোজগতে জেঁকে বসেছে। এর চির অবসানে আমরা আপনার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ ও উদ্যোগ কামনা করছি। আমরা আশা করতে চাই, আগামি সংসদ নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার হবে না, কোন ধরণের উপাসনালয়, মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা নির্বাচনী কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হবে না, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও উস্কানীমূলক কোন ধরণের বক্তব্য কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে কেউ রাখতে পারবে না, রাখলে তা অপরাধমূলক কর্মকান্ড হিসেবে গণ্য করে প্রার্থীতা বাতিলসহ অভিযুক্তদের শাস্তিদানের বিধান নিশ্চিত করা হবে। যদিও এ ব্যাপারে দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের তবুও আমরা মনে করি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলের প্রধান নেতা হিসেবে এ ব্যাপারে আপনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

নির্বাচনের ৫ দফা দাবি সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি বহন করা ছাড়াও পদযাত্রার সামনে 'রোহিঙ্গাদের রক্ষা কর সংখ্যালঘুদের বাঁচাও' শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার ছিল। এতে মায়ানমারের গণহত্যা বন্ধ কর করতে হবে, রোহিঙ্গাদের মারে যারা মানবতার শত্রু তারা, রাখাইন রাজ্যের শরণার্থীদের ফিরিয়ে নাও নিতে হবে, বাঁচাও সংখ্যালঘু বাঁচাও দেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার, ধর্মীয় রাষ্ট্র নয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই ইত্যাদি শ্লোগান দেয়া হয়।

সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চায় যেসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন সে সংগঠনগুলো হল- বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, বাংলাদেশ বুড্ডিষ্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, জগন্নাথ হল এলামনাই এসোসিয়েশন, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনোরিটিজ, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরি আশ্রম ট্রাস্ট, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ মাইনোরিটি সংগ্রাম পরিষদ, স্বজন (সাংবাদিক সংগঠন), অনুভব(তফসিলি সম্প্রদায়), মাইনোরিটি রাইটস ফোরাম ও ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টার।

রাজধানী ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, ভোলা, রাজবাড়ী, নওগাঁ, গাজীপুরসহ প্রায় সকল জেলা সদরে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়। এছাড়া সংগঠনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাখার পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক স্বপন দাশ, ইউরোপের সুইজারল্যান্ড শাখার পক্ষ থেকে অরুণ জ্যোতি বড়ুয়া, সুমন বড়ুয়া, অসীমসহ আরো অনেকে, ফ্রান্স শাখার পক্ষ থেকে বিশ্বজিত চন্দ্র বৈরাগী, তুষার সরকার, সুবীর ঘোষ, কানুলাল দাশ, অরুণ দে, রমনী বালা, সঞ্জয় ঘোষ, সুমন সাহা, কিশোর, সুভাষ বৈরাগী, কিরণ রায়, অপূর্ব বালা, নিমাই ভৌমিক, মধুসূদন রায়, আনন্দ হালদার, শিবু রায়, সুদীপ্ত রায়, নয়ন কৃষ্ণ গোলদার, অমিয় ধর, নিমাই চক্রবর্তী, প্রবীর বড়ুয়া, নিত্য বড়ুয়া, কিরীটি মজুমদার, যশোবন্ত বালা, কাজল মণ্ডল প্রমুখ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী সকাশে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

কালো মুখোশ কালো পোশাক পরিহিত ওরা কারা?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একজন যুবক মেয়েটিকে জোরপূর্বক বিয়ে করতে উদ্যত হন। বাদবাকী নারীদের হাতের শাখা ভেঙে ফেলা হয়। সিঁথির সিন্দুর মুছে দেয়া হয় এবং শিবিরে থাকতে হলে ধর্মান্তরিত হয়ে কালো বোরখা পড়ে থাকতে হবে বলে তাদের বলা হয়। এহেন নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার সংবাদ পেয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য স্বপন শর্মা কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট-র কাছে মুচলেকা দিয়ে ঐ ১৬ জন শরণার্থীকে স্থানীয় হিন্দুপাড়ার এক পরিত্যক্ত মুরগীর খামারে আশ্রয় দেন। তিনি এ্যাডভোকেট দাশগুপ্তকে আরো জানান যে, ইতোমধ্যে এ ১৬ জন ছাড়াও আরো শ' তিনেক হিন্দু শরণার্থীকে তাঁরা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। যে যুবতী মেয়েকে জোরপূর্বক বিয়ে করার জন্যে চাপ দেয়া হয়েছিল তাকে তার এক নিকটাত্মীয় এসে নিয়ে গিয়ে তার বাসায় আশ্রয় দিয়েছে। স্বপন শর্মা ও অধ্যাপক প্রিয়তোষ শর্মা দু'জনেই জানান, তাঁরা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন ঠিকই কিন্তু কয়েক দিন ধরে তাদের খাবার জোটে নি। এক কাপড়েই তারা এসেছে। এ সংবাদ পাওয়ার পরপরই ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ঐ দু'জনের বরাত দিয়ে সংবাদটি সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করেন এবং খাদ্যসামগ্রীসহ ত্রাণ পাঠানোর উদ্যোগ নেন।

এর একদিন পরে গত ৩ সেপ্টেম্বর এ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত সংগঠনের চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার পরিমল কান্তি চৌধুরীকে নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার হয়ে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকার ত্রাণসামগ্রী ক্রয় করে কুতুপালং হিন্দুপাড়ায় শরণার্থী শিবিরে যান। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের কক্সবাজার জেলা শাখার নেতৃবৃন্দও এ সময়ে তাঁদের সাথে ছিলেন।

এ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত শরণার্থী শিবিরে গিয়ে পরিত্যক্ত মুরগীর খামারে গাদাগাদি অবস্থায় সেখানে আশ্রয়গ্রহণকারী মোট ৪৯৩ জনকে দেখতে পান। তিনি জানতে পারেন, ঐ সময় পর্যন্ত সেখানে ৫১০ জন হিন্দু শরণার্থী এসেছেন। বাদবাকীরা হিন্দুপাড়ার নানান বাড়িতে আশ্রয়ে আছেন। শরণার্থীদের মধ্যে বেশীর ভাগই নারী, শিশু ও বৃদ্ধ। যুবক বয়সের খুব বেশী লোককে দেখা যায় নি। ৫১০ জন শরণার্থীর মধ্যে ১২ থেকে ৩৫ বছর বয়স্ক নারী ও কিশোর, যুবতীর সংখ্যা ২১০ জন। ১৬৫ জন নারীর মধ্যে ৩৫ জনের স্বামীকে তাদের সামনে নির্মমভাবে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে।

শরণার্থীদের সাথে আলাপকালে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আরো জানতে পারেন, এরা সবাই মায়ানমারের আকিয়াব জেলার মংডুর চিকনছড়ি হিন্দুপাড়ার ফকিরাবাজার, পুরানবাজার, রেক্যাপাড়া ও পানিরছড়া সাহেব বাজারের বাসিন্দা। মূলতঃ ক্ষৌরকর্ম, কামার-কুমারের পেশা তাদের। কেউ কেউ স্বর্ণের দোকানের কর্মচারী। শরণার্থীদের প্রায় সবাই অশিক্ষিত। এরা মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের অধিবাসী হলেও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে।

শরণার্থীরা এ্যাডভোকেট দাশগুপ্তকে জানান, গত ২৭ আগস্ট বেলা ২টা থেকে হিন্দু এলাকায় আক্রমণ শুরু হয় এবং তা' এক নাগাড়ে অব্যাহত থাকে তার পরদিন অর্থাৎ ২৮ আগস্ট ভোর ৪.৩০টা পর্যন্ত। যে ৪টি হিন্দুপাড়ায় পর্যায়ক্রমিকভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় পাড়া হলো চিকনছড়ি হিন্দুপাড়া। এখানে মোট ৭৬টি পরিবারের বাস, যার সদস্য সংখ্যা আনুমানিক ৪৮৯ জন। এ ৭৬ টি পরিবারের মধ্যে ৮ পরিবারের মাত্র ১৬ জন, যেখানে কোন পুরুষ মানুষ নেই, কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করতে পেরেছেন। এ পাড়ারই শরণার্থী রুসনা জানান, প্রায় ২০০/২৫০ জন দুর্বৃত্ত অতর্কিতে তাদের পাড়া ঘিরে ফেলে। দুর্বৃত্ত দলের প্রত্যেকের মুখ আবৃত ছিল কালো মুখোশে, পরণে ছিল কালো কাপড়। এরা আরাকানী ভাষা, চট্টগ্রামের ভাষায় কথা বলতে পারে। কালো মুখোশে মুখ ঢাকা থাকায় তাদের কাউকে চেনা যায় নি। জানি না, ওরা কারা?

রুসনার ভাষায়, দুর্বৃত্তের দল পাড়া ঘিরে কাউকে নিজ বাড়ির বাইরে না আসার হুমকি দেয়। পরে এক একটি গ্রুপে প্রতিটি বাড়িতে হানা দেয়। শিশুরা ছাড়া তারা নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সবার চোখ কালো কাপড়ে এবং দু'হাত পিছনেমোড়া বাঁধ দিয়ে অস্ত্রের মুখে বাড়ি থেকে বের করে নিকটবর্তী পাহাড়ের ধারে নিয়ে যায়। সেখানে জড়ো করে নারীদের চোখ খুলে দিয়ে তাদের সামনেই ৮৬ জনকে জবাই করে হত্যা করে। যে ১৬ জন কোনক্রমে পালিয়ে এসেছেন তারা জানেন না বাদবাকীদের ভাগ্যে কি হয়েছে। একই ঘটনা বর্ণনা করেছেন নিরঞ্জন রুদ্র। পেশায় কামার। তারা জানায়, দুর্বৃত্তদের মধ্যে যারা ঘরে ঢুকে তাদের কারো হাতে ছিল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, কারো হাতে ছোরা, কারো হাতে বোমা। আর যারা বাইরে পাহাড়া দিয়েছে তাদের হাতে ছিল দা, লাঠি, খন্তা। ঘর থেকে বাড়ির লোকজনদের বাইরে বের করে আনার পর ঐসব বাড়িতে লুটপাট করা হয়েছে এবং বোমা মেরে বাড়িঘর, উপাসনালয় ইত্যাদিতে আগুন ধরিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। ৪টি পাড়ার মধ্যে যেটি সবচেয়ে ছোট সেটি হলো রেক্যাপাড়া, যা বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছে। সেখানে ছিল আনুমানিক ৭টি বাড়ি, লোকসংখ্যা ৮০/৮৫ জন। শরণার্থীদের প্রায় সবাই একই ধরনের ঘটনার কথা বলেছেন। একই সাথে তারা এও বলেছেন, বেশ কিছু মুসলিম যুবক রোহিঙ্গা হিন্দুদের উদ্ধার করে মায়ানমার সীমান্ত পাড় করে দিয়েছে।

কুতুপালং হিন্দু শরণার্থী শিবির পরিদর্শনশেষে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত সাংবাদিকদের বলেন, মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলিম ও হিন্দু জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে যে নৃশংস ঘটনা চালানো হয়েছে, হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক অপরাধ এবং এ অপরাধের জন্যে দায়ীদের জাতিসংঘের তত্বাবধানে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি করার দাবিতে সোচ্চার হবার সময় এসেছে। তিনি কালো মুখোশ ও কালো পোশাক পরিহিত দুর্বৃত্তদের সনাক্ত করতে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানান।

ঐদিন বিকেলে কক্সবাজারে ফিরে এসে তিনি উদ্বাস্ত সংক্রান্ত জাতিসংঘ হাই কমিশন ইউএনএইচসিআর-র ঊর্ধতন কর্তাব্যক্তিদের সাথে প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকশেষে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রায় এক সপ্তাহের ঊর্ধকাল ধরে সংগঠনের কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিল থেকে দুর্গতদের সাহায্যার্থে নগদ অর্থও প্রেরণ করা হয়।

সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য দাবি

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

সংখ্যালঘুদের সঙ্গে কোন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না এই নিশ্চয়তা রাষ্ট্রের কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে।' বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ২৮এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বলা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।' উপ-অনুচেছদ নং (২) এ বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন।" উপ-অনুচ্ছেদ নং (৩) এ বলা হয়েছে 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।' উপ-অনুচ্ছেদ নং (৪)-এ বলা হয়েছে, ' নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।' ২৮ অনুচেছদ এর ৪ নং উপ-অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে' বিশেষ বিধান প্রণয়নের' কথা। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা এই চেতনার বহি:প্রকাশ তথা একটি বাস্তব সম্মত উদাহরণ হিসেবে আমরা গণ্য করতে পারি। তবে 'নারী ও শিশু' ছাড়াও 'নাগরিকদের' একটি 'অনগ্রসর অংশের জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়নের' প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে অনেক আগে থেকেই। এই বিশেষ বিষয়টি হচ্ছে 'সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' প্রতিষ্ঠা করা। কল্যাণকামী বাংলাদেশের সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দেশে 'সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' প্রতিষ্ঠা করবেন বিবেকবান মানুষেরা সেই আশাই করে।

অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী, চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও পরিচালক, সাউথ এশিয়ান স্টাডি সার্কেল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

১৪ সেপ্টেম্বর সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চার সমাবেশ ও পদযাত্রা সফল করতে ০৮ সেপ্টেম্বর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের এক সভা তোপখানা রোডে মণি সিংহ ফরহাদ স্মৃতি ভবনের তাজুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজ। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও সমন্বয় কমিটির সমন্বয়ক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। ১৯ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ছবি: পরিষদ বার্তা

নির্বাচন কমিশনের সাথে ঐক্য পরিষদের বৈঠক

নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে গত ১১ সেপ্টেম্বর সকালে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে.এম. নুরুল হুদার কাছে আগামি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৮ দফা দাবিসম্বলিত প্রস্তাবাবলী পেশ করেছে। এসব দাবির মধ্যে রয়েছে- নির্বাচন কমিশনকে অধিকতর শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, নির্বাচনের ব্যালটে 'না' ভোটের ব্যবস্থা করা, নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার এবং সকল ধর্মীয় উপাসনালয়কে নির্বাচনী প্রচারকাজে ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, বিবৃতি বা এ ধরণের যাবতীয় প্রচারণাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২ ধারায় ক্ষতিকর কার্য হিসেবে গণ্য করে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও একই সাথে তাৎক্ষণিকভাবে দায়ী ব্যক্তিদের প্রার্থীতা বাতিলকরণ, নির্বাচনের পূর্বাপর সময়কালে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও আইন-শৃংখলাজনিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে 'ঝুঁকিপূর্ণ' এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে পুলিশ, আনসার ইত্যাদি মোতায়েনের পাশাপাশি র‍্যাব, বিজিবি-র নিয়মিত টহলদান এবং সেনাবাহিনীকে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে মোতায়েন, সংখ্যালঘু নিরাপত্তায় গৃহীত যাবতীয় পদক্ষেপের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ, রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে তা জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রচার, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক দলের কাঠামোতে অন্যূন ২০% সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে সংযোজন এবং যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে সংসদে সংখ্যালঘুদের জন্যে ৬০টি আসন সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও নির্বাচন কমিশনার মোঃ রফিকুল ইসলাম, বেগম কবিতা খানম ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) শাহাদাত হোসেন উপস্থিত ছিলেন। ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিদলে ছিলেন হিউবার্ট গোমেজ, এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী, নির্মল রোজারিও, সাবেক জেলা প্রশাসক দেবাশীষ নাগ, মনীন্দ্র কুমার নাথ, জয়ন্ত কুমার দেব, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী ও ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়।

নির্বাচন কমিশনের সকল সদস্যই প্রতিনিধিদলের বক্তব্য গভীর মনোযোগের সাথে শোনেন এবং নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তাঁদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেন, ঐক্য পরিষদের পেশকৃত দাবিসমূহ তাঁরা যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেবেন।

ঐক্য পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত স্মারকলিপিতে আগামি একাদশ সংসদ নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দল ও জোট অংশগ্রহণ করে দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর করে তুলবে বলে আশা প্রকাশ করা হয় এবং বলা হয়, উৎসব ও আনন্দমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জাতি আশাবাদী হলেও, অতীত অভিজ্ঞতা হলো, এ দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত আড়াই কোটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্যে তা' মোটেই সুখকর নয়। একদিকে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে তাদের যথাযথ অংশীদারিত্ব-প্রতিনিধিত্ব থাকে না, অন্যদিকে নির্বাচন, তা যে ধরণেরই হোক না কেন সংখ্যালঘু জনজীবনে ভয়াবহ অভিশাপ ও বিপর্যয় নিয়ে আসে। নির্বাচনে ব্যক্তিস্বার্থে, গোষ্ঠীস্বার্থে ও রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার করে অসুস্থ কদর্য রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরী করা হয়, নির্বাচনের পূর্বাপর ব্যক্তি হিসেবে নয় সংখ্যালঘু হিসেবে টার্গেট করে তাদের উপর নির্বিচারে নিপীড়ন, নির্যাতন চালানো হয়, ঘর-বাড়ি উপাসনালয়ে হামলা চালানো হয়, জোরপূর্বক দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়, নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে ভোটদানে বাধা দেয়া হয়।

কৈফিয়ৎ

বীর মুক্তিযোদ্ধা, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলির সদস্য পঙ্কজ ভট্টাচার্যের আত্মজীবনীমূলক ধারাবাহিক রচনা 'আমার আমি' অনিবার্য কারণবশতঃ এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না। আগামি সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। এই লেখার জন্য পাঠকরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন, আমরা জানি। এই অনভিপ্রেত অসুবিধার জন্য আমরা দু:খিত।

সম্পাদক

পুজোয় উৎসবের খরচ বাঁচিয়ে শরণার্থীদের সহায়তার ঘোষণা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশে পুজো বেড়েছে। গত বছর বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গাপূজার সংখ্যা ছিল ২৯ হাজার ৩৯৫, এবার পুজোর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০, ০৭৭। রাজধানী ঢাকায় এবার পুজো ২৩১টি, গত বছর এই সংখ্যা ছিল ২২৯। এ বছর সবচাইতে বেশি পুজো চট্টগ্রামে, ১, ৭৬৭টি। এর পরে দিনাজপুরে ১,২৪২। গোপালগঞ্জে পুজো ১, ১৭৫টি। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ গত ২২ সেপ্টেম্বর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছে। পরিষদের নেতৃবৃন্দ অবশ্য এও বলেছেন, পরিসংখ্যান বলছে প্রতি বছর পুজোর সংখ্যা বাড়লেও পূজারীর সংখ্যা কমছে। বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল ২২ শতাংশ। ১৯৭৪ সালে কমে ১৪ শতাংশ এবং সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৪ শতাংশে। এই সর্বনাশা ধস রুখতে না পারলে বাংলাদেশ শুধু তার বৈচিত্র্যই হারাবে না, হারাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও। জয় হবে অসুরকুলের। নেতৃবৃন্দ বলেন, 'দশভুজা মা দুর্গার কাছে আমরা প্রার্থনা করছি, সকল কুচক্রি এবং অশুভ শক্তি বিনাশ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেকে আমরা যেন 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' এই উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারি।' সংবাদ সম্মেলনে মূল লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তাপস কুমার পাল। নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত সেন দীপু, সাংবাদিক স্বপন কুমার সাহা, কাজল দেবনাথ, সাংবাদিক বাসুদেব ধর, সাবিত্রী ভট্টাচার্য. মঞ্জু ধর, মিলন কান্তি দত্ত, হীরেন্দ্র সমাজদার হীরু, নির্মল কুমার চ্যাটার্জি, বাবুল দেবনাথ, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি ডি এন চ্যাটার্জি ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শ্যামল কুমার রায়, পদ্মাবতী দেবী, ছায়া ভট্টাচার্য, অ্যাডভোকেট কিশোর কুমার মণ্ডল প্রমুখ। লিখিত বক্তব্য পাঠের পর নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত দুবছর দূর্গোৎসবের পূর্বে জঙ্গি তৎপরতা ও সারাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলার কারণে পুজোয় গভীর উদ্বেগ ও শংকার ছায়া পড়েছিল। এবার সেই পরিস্থিতি নেই, দুর্গা প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনাও গত কয়েক বছরের তুলনায় কম। এ পর্যন্ত গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, মাগুরা ও কুষ্টিয়ায় প্রতিমা ভাংচুরের খবর পাওয়া গেছে। দেশের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দেশের সকল পূজা মণ্ডপকে অধিকতর সতর্ক এবং সংযত থাকার নির্দেশ প্রদান করে পূজা উদযাপন পরিষদ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ পুলিশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে পূজা উদযাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দের। তাঁরা পুজোয় পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে আমরা মনে করি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ যদি অসুরের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়ান, অসুরশক্তি নির্মূল কঠিন কিছু নয়। দুর্গাপূজা এই বার্তাই বহন করে। বিজয়া দশমীর পরদিন আশুরা উদযাপিত হওয়ার কথা উল্লেখ করে বক্তব্যে বলা হয়, পরিষদ যথানিয়মে বিজয়া দশমীর দিন পৃষ্ঠা ৭

১৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কমসূচির অংশ হিসেবে ভোলায় জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করছেন ভোলার হিন্দু বৈদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ। এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ আহ্বায়ক অবিনাষ নন্দী, সদস্য সচিব প্রভাষক ধ্রুব হাওলাদার, নির্বাহী সদস্য ও সাবেক জেলা পূজা পরিষদ সম্পাদক শিবু কর্মকার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও পূজা পরিষদের সাবেক সভাপতি গোপাল সাহা, মদন মোহন মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক বিপ্লব কুমার পাল, পেশাজীবী ঐক্য পরিষদ নেতা প্রকৌশলী দুলাল ঘোষ, দিলীপ ঘোষ, দুলাল দেবনাথ, এ্যাডভোকেট পলাশ দাস, নুপুর দে, সদর উপজেলা ঐক্য পরিষদ সভাপতি প্রবীর রায়, সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট মানবেন্দ্র দত্ত রামু, সাংগঠনিক সম্পাদক সুজন কর্মকার, ভোলা জেলা যুব ঐক্য পরিষদ সাংগঠনিক সম্পাদক লক্ষণ দাস, সাংবাদিক জুয়েল সাহা, অশোক দে, শাওন দাস প্রমুখ। ছবি: পরিষদ বার্তা

বিশেষ সাক্ষাৎকারে রানা দাশগুপ্ত

কোনো দলের উৎপীড়ককে সংখ্যালঘুরা ভোট দেবে না

[রানা দাশগুপ্ত বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রেক্ষাপটে প্রথম আলোর সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন আগামি নির্বাচন, গণতন্ত্র এবং বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হাসান। সাক্ষাৎকারটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো]

প্রথম আলো : শারদীয় দুর্গোৎসবের শেষলগ্নে বলুন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা কেমন আছে?

রানা দাশগুপ্ত : আমি বলব, সার্বিক বিচারে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা ভালো নেই। তাদের মধ্যে হতাশা ও আস্থাহীনতা আছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা গভীর শঙ্কায় আছে। অস্তিত্বের সংকট তাদের তাড়িত করছে। দুঃখজনক হলেও এটি সত্য।

প্রথম আলো : কিন্তু এবার তো উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে হিন্দুধর্মাবলম্বীরা দুর্গোৎসব পালন করছে। পূজামণ্ডপের সংখ্যা বেড়েছে।

রানা দাশগুপ্ত : আশাহত মানুষও জীবনে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করে। মনের বেদনা এক পাশে রেখে তারা আনন্দ উৎসবে অংশ নেয়। পূজামণ্ডপের সংখ্যা বাড়ার কারণ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে আগের চেয়ে সচ্ছল। তা ছাড়া পাড়া-মহল্লার বাসিন্দাদের বিরোধের কারণেও অনেক সময় আলাদা পূজামণ্ডপ করা হয়। আশার কথা, এবার অন্যান্য বছরের তুলনায় প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনাও কমেছে। আগে পূজার এক মাস আগে থেকে প্রায় প্রতিদিন সাত-আটটি প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটত। এবার গত ১৫ দিনে ৮ থেকে ১২টি অঘটনের খবর পেয়েছি। আমার ধারণা, পূজার্থী ও সাধারণ মানুষের সচেতনতা এবং প্রশাসনের সতর্কতার কারণে দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা ভালো অবস্থায় আছে।

প্রথম আলো : কেন নেই, এর জন্য আপনি কাকে দায়ী করবেন?

রানা দাশগুপ্ত : বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ এর জন্য দায়ী নয়। দায়ী হলো যারা রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার আবরণে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে ব্যবহার করেন। সংবিধান শুধু রাষ্ট্রের দলিল নয়, একটি সামাজিক চুক্তিও। সেই চুক্তিতে সব ধর্মের ও বর্ণের মানুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করা না হলে সেই রাষ্ট্রকে আমরা গণতান্ত্রিক বলতে পারি না। দেশের সব নাগরিক সম-অধিকার ও মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করবে, সেটাই ছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। বাংলাদেশ যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল উদাহরণ হবে, তাহলে সংখ্যালঘুরা দেশ ত্যাগ করছে কেন? ১৯৪৭ সালে যেখানে সংখ্যালঘুর সংখ্যা ছিল ৩০ শতাংশ, সেখানে এখন ১১ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি যখন সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আপস কিংবা মেলবন্ধন সৃষ্টি করে, তখন আমরা হতাশ না হয়ে পারি না।

প্রথম আলো : সংখ্যালঘুদের নামে দুটি দলের আবির্ভাব ঘটেছে। এরা কারা?

রানা দাশগুপ্ত : মিঠুন চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি বাংলাদেশ জনতা পার্টি নামের একটি দল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। এই নামের কোনো ব্যক্তিকে আমি চিনি না। সামাজিক গণমাধ্যমে হিন্দুত্ববাদের যে প্রচারণা চলেছে, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে কি না, তা-ও জানা নেই। তবে এর পেছনে সুপন বসু নামে যদি কারও যোগাযোগ থাকে, সেটি ভয়ের কারণ। কেননা, এই সুপন বসুই বাংলাদেশের একজন রাজনীতিকের সঙ্গে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কর্মকর্তার বৈঠক করিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতের একটি মোবাইল নম্বর থেকে সুপন বসু পরিচয় দিয়ে আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছে। আমি বিষয়টি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানিয়েছি। আর বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টির ঘোষণাকারীদের সাবেক নেতা গোবিন্দ প্রামাণিক জাতীয় হিন্দু মহাজোট করেছিলেন। তাকে দেখেছি জামায়াতের সাবেক আমির ও যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম বিএনপি আমলে যখন গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি পান, তখন তাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করতে। আমরা বলেছি, সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে ঠেকানো যায় না। আগেও সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল।

প্রথম আলো : আপনারা জাতীয় সংসদে ৬০টি সংরক্ষিত আসনের দাবি জানিয়েছিলেন। সাড়া পেয়েছেন কি?

রানা দাশগুপ্ত : ২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর আমরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশ করে সাত দফা দাবি পেশ করি। আমরা রাজনৈতিক দলগুলোকে বলেছি, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীসহ সংসদে সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে।

নির্বাচনের আগে-পরে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আর নির্বাচন কমিশনকে বলেছি, কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেন কেউ নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করতে না পারে। সাম্প্রদায়িক উসকানি বা বিদ্বেষ ছড়ালে যেন তার প্রার্থিতা বাতিল এবং কমপক্ষে এক বছর কারাদণ্ড দেওয়ার বিধান রেখে আইন করা হয়। আমরা বলেছি, আগামি নির্বাচনের আগেই সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয়, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হোক। সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য ভূমি কমিশন গঠন ও পার্বত্য চুক্তি পুরো বাস্তবায়ন করা হোক। এই সাত দফা নিয়ে আমরা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদের সঙ্গে কথা বলেছি। অন্যান্য দল ও জোটের কাছেও যাব। তবে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক কোনো দলের সঙ্গে বসব না। তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। এরশাদ সাহেব সংসদে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রথম আলো : অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের বাস্তবায়ন আটকে আছে কেন?

রানা দাশগুপ্ত : আমি বলব, এ জন্য আইন মন্ত্রণালয় দায়ী। 'খ' তফসিল বাতিল করা হয়েছে। 'ক' তফসিলের অধীনে আদালতে যেসব মামলা করা হয়েছিল, সেগুলো চলছে ধীরগতিতে। মামলাগুলো জেলা আদালতে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় পরিপত্র পাঠিয়ে বলেছে, উচ্চ আদালতে রিট করা যাবে। ১৫ দিন আগে আইনমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলে তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে সংশোধনের কথা বলেছিলেন। আজ পর্যন্ত হয়নি। অর্পিত সম্পত্তি উদ্ধারে আমাদের এই সংগ্রাম কয়েক দশকের। জিয়াউর রহমানের আমলে অর্পিত সম্পত্তি কথিত ডিজার্ভিং(উপযুক্ত) লোকদের ইজারা দেওয়ার জন্য পরিপত্র জারি করলে ব্যাপক হারে সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘর ও জমি বেহাত হতে থাকে। এর প্রতিবাদে বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আমরা শত্রু সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ জাতীয় কমিটি করি।

প্রথম আলো : ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি দখল করছেন বলে ঐক্য পরিষদের অভিযোগ। উদাহরণ দিতে পারবেন কি?

রানা দাশগুপ্ত : ১৯৯১-১৯৯৬ ও ২০০১-২০০৬ মেয়াদের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ২০০৮ সালে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এল, তখন আমরা ভেবেছিলাম সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন বন্ধ হবে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে ক্ষমতাসীনদের নাম ভাঙিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, বাড়ি ও জমি দখলের অনেক ঘটনা ঘটেছে। পটুয়াখালীর একজন সাংসদের লোকজন অনন্ত মুখার্জি নামে এক সংখ্যালঘুর বাড়িঘরে হামলা ও তাঁকে মারধর করে। ৩৫ জনকে আসামি করে থানায় মামলা হলে একজন গ্রেপ্তারও হয়।

প্রথম আলো : বর্তমান সরকারের আমলে রামু, নাসিরনগর ও গোবিন্দগঞ্জ ঘটনায় কারও বিচার হয়েছে?

রানা দাশগুপ্ত : না, হয়নি। এখানেও দায়মুক্তির সংস্কৃতি লক্ষ করছি। রামুর ঘটনায় প্রশাসন যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে বলা হয় আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা মিলেই এ কাজ করেছেন। কিন্তু অভিযোগপত্রে ক্ষমতাসীন দলের কারও নাম নেই। মামলাও এগোচ্ছে না। নাসিরনগরে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে সংঘবদ্ধ হামলা হলো। অথচ স্থানীয় সাংসদ ও মন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ পর্যন্ত করেননি। এমনকি ২০০১-০৬ মেয়াদে বিএনপি-জামায়াত আমলের সহিংসতারও বিচার হয়নি। সাহাবুদ্দীন কমিশন পাঁচ হাজার ঘটনার উল্লেখ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের সুপারিশ করেছিল, যাঁর মধ্যে তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী-নেতারাও ছিলেন। কমিশনের রিপোর্টের পর তিনজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছেন। সবাই মৌখিক আশ্বাস দিয়েছেন। বিচার করেননি।

প্রথম আলো : তাহলে কি প্রতিকারের আশা ছেড়ে দিয়েছেন?

রানা দাশগুপ্ত : আমরা বলেছি, যে দলেরই হোক না কেন, যারা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করেছে কিংবা নির্যাতনে ইন্ধন দিয়েছে, সংখ্যালঘুরা তাদের ভোট দেবে না। প্রয়োজনে সেই এলাকায় নির্বাচন বর্জন করবে। বিভিন্ন স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচনে ভোটের হার দেখুন। আগে যেখানে ৬৫ থেকে ৬৮ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার কেন্দ্রে যেতেন, এখন তাঁদের উপস্থিতির হার অনেক কম। গাজীপুর কিংবা কুমিল্লা সিটি করপোরেশনেও সংখ্যালঘু ভোটারের উপস্থিতি কম ছিল। তবে নারায়ণগঞ্জ ব্যতিক্রম। সেখানে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দুই প্রার্থীর অবস্থান ছিল সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। সেলিনা হায়াৎ আইভী শুরু থেকেই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। আইনজীবী সাখাওয়াত হোসেন আক্রান্ত হওয়া শিক্ষক শ্যামল কান্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

প্রথম আলো : সংখ্যালঘুদের মধ্যে নতুন নেতৃত্ব গড়ে না ওঠার কারণ কী?

রানা দাশগুপ্ত : পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন আদর্শের প্রতীক। তখন মতান্তর থাকলেও লাঠি-ছুরি নিয়ে একজন আরেকজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েননি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ও কে কোন ধর্মের, তা দেখা হতো না। আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু এখন রাজনৈতিক দলে আদর্শবাদী লোকের সংখ্যা কমে গেছে। কালোটাকা, মাস্তানি ও পেশিশক্তির দৌরাত্ম্য বেড়েছে। এই পরিবেশে সংখ্যালঘু ও নারী নেতৃত্ব গড়ে ওঠা কঠিন। উদ্বেগের দিক হলো সংখ্যালঘুরা রাজনীতিতে না এসে এখন বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনে সক্রিয় হচ্ছে।

প্রথম আলো : অভিযোগ আছে, বর্তমান সরকারের আমলে যোগ্যতা কম থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘুদের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হচ্ছে।

রানা দাশগুপ্ত : এটি একধরনের অপপ্রচার। পাকিস্তান আমল থেকেই সংখ্যালঘুরা নানাভাবে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। পঁচাত্তরের পর সামরিক শাসকেরা পাকিস্তানি ধারায় চলেছেন। যোগ্যতা-দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে গত ছয়-সাত বছরে সংখ্যালঘুরা জনপ্রশাসনে যদি কিছু দায়িত্বপূর্ণ পদ পেয়ে থাকেন, সেটি পেয়েছেন দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই। যখন প্রধান বিচারপতি পদে এস কে সিনহা নিয়োগ পান, তখনই একটি মহল অপপ্রচার চালিয়েছে। আওয়ামী ওলামা লীগ মানববন্ধন করে বলেছে, '৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে হিন্দু প্রধান বিচারপতি থাকতে পারবেন না।'

প্রথম আলো : মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর যে গণহত্যা ও জাতিগত নিপীড়ন চলছে, এখানে সংখ্যালঘুদের ওপর তার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে কি?

রানা দাশগুপ্ত : মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর যে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চলছে, আমরা তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করি। এটি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। আবার এও সত্য সেখান থেকে যে হিন্দু সংখ্যালঘুরা এসেছেন, তাঁরা বলেছেন কালো মুখোশ ও কালো পোশাক পরা লোকেরা তাঁদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। তবে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার যে অবস্থান নিয়েছে, আমরা তা সমর্থন করি। সংকট উত্তরণে ভারত ও চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ বাড়াতে হবে। সংখ্যালঘু বলেই আমরা মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের যন্ত্রণা বুঝি। তারা যাতে সসম্মানে দেশে ফিরে যেতে পারে, আমরা সেই দাবি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে এখানকার সংখ্যালঘুরা যাতে নির্ভয়ে ও নিরাপদে দেশে থাকতে পারে, তারও নিশ্চয়তা চাইছি। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কেন্দ্র করে এখানে যাতে কেউ হিংসা ছড়াতে বা অঘটন না ঘটাতে না পারে, সে বিষয়ে সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।

রানা দাশগুপ্ত : আপনাকেও ধন্যবাদ।

মিঠুন চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি বাংলাদেশ জনতা পার্টি নামের একটি দল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। এই নামের কোনো ব্যক্তিকে আমি চিনি না। সামাজিক গণমাধ্যমে হিন্দুত্ববাদের যে প্রচারণা চলেছে, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে কি না, তা-ও জানা নেই। তবে এর পেছনে সুপন বসু নামে যদি কারও যোগাযোগ থাকে, সেটি ভয়ের কারণ। কেননা, এই সুপন বসুই বাংলাদেশের একজন রাজনীতিকের সঙ্গে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কর্মকর্তার বৈঠক করিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতের একটি মোবাইল নম্বর থেকে সুপন বসু পরিচয় দিয়ে আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছে। আমি বিষয়টি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানিয়েছি। আর বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টির ঘোষণাকারীদের সাবেক নেতা গোবিন্দ প্রামাণিক জাতীয় হিন্দু মহাজোট করেছিলেন। তাঁকে দেখেছি জামায়াতের সাবেক আমির ও যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম বিএনপি আমলে যখন গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি পান, তখন তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করতে। আমরা বলেছি, সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে ঠেকানো যায় না। আগেও সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল।

বি চি ন্তা

সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য দাবি প্রসঙ্গে

অরুণ কুমার গোস্বামী

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের জন্য বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি কী ছিল ? বলা বাহুল্য, মুক্তিযুদ্ধের সময় এ প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। কারণ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রেরণা ছিল 'আমারই দেশ সব মানুষের, নেই ভেদা ভেদ হেতা কুলি আর কামারে, নেই ভেদা ভেদ হেতা চাষী আর চামাড়ে; হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান দেশ মাতা এক সবারই...।' বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা দিয়ে সব ধর্মাবলম্বী (পূর্ব) বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আর এর অন্তর্নিহিত চেতনা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ হবে সব ধর্মাবলম্বীদের জন্য। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তান বাঙালিদের ওপর অন্যায় অত্যাচার শোষণ ও বঞ্চনা চালাচ্ছিল। সেসময় ১৯৫১ সালের দিকে ফরিদপুর জেলে রাজবন্দী বঙ্গবন্ধু আর একজন রাজবন্দীকে বলছেন, 'চিন্তা করবেন না, আমি মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিষ্টান বলে কিছু নাই । সকলেই মানুষ।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ.১৯১) আরো পরে ১৯৭১ এর ৭ মার্চ ঐতিহাসিক (তৎকালীন) রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে ভাষণদান কালে বঙ্গবন্ধু হিন্দু-মুসলমান সবাইকে ভাই হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর প্রদত্ত ভাষণেও বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।"(মুনতাসীর মামুন-এর 'বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন', পৃ.১৫২) এভাবে আকাঙ্ক্ষিত ধর্মীয় বৈষম্যবিহীন স্বাধীন বাংলাদেশে আলাদাভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর স্বার্থ সম্পর্কিত প্রশ্নটি প্রকৃত অর্থেই ছিল অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পর থেকেই সাম্প্রদায়িকতার পথে ধর্মীয় উপনিবেশ পাকিস্তানের আদলে বাংলাদেশ পথচলা শুরু করে। আর এখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে ক্ষতবিক্ষত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের সংকটজনিত প্রশ্নগুলো বাংলাদেশে খুবই প্রাসঙ্গিক। যদিও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ অনুযায়ী দেশ পরিচালনার কারণে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। তবে প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোন না কোন স্থানে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কোন ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

এ প্রেক্ষিতে সম্প্রতি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায় ১৯টি ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠন, (১)বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, (২)বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, (৩)বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, (৪)বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন, (৫) বাংলাদেশ বুডিস্ট ফেডারেশন, (৬)বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, (৭)বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, (৮)বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, (৯)বাংলাদেশ মাইনরিটি সংগ্রাম পরিষদ, (১০)বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, (১১)জগন্নাথ হল এলামনাই এসোসিয়েশন, (১২)বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, (১৩)বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, (১৪) শ্রী শ্রী ভোলানন্দগিরি আশ্রম ট্রাস্ট, (১৫)অনুভব, (১৬)সাংবাদিকদের সংগঠন স্বজন, (১৭)হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনরিটিজ, (১৮)মাইনরিটি রাইটস ফোরাম, এবং (১৯)ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টার, গঠন করেছে, 'ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের সমন্বয় কমিটি'।

এই সমন্বয় কমিটি ৫-দফা দাবি জানিয়েছে। এগুলো হচ্ছে, (১) কোন রাজনৈতিক দল বা জোট আগামি সংসদ নির্বাচনে এমন কাউকে মনোনয়ন দিবেন না যারা অতীতে বা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী, স্বার্থবিরোধী কোন প্রকার কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বা আছেন। এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী করা হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সেসব নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটদানে বিরত থাকবে বা ভোট বর্জন করবে।

(২) যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফার পক্ষে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করবে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে। (উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের গত ৪ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের মহাসমাবেশে ৭ দফা দাবি উত্থাপিত হয়েছিল।)

(৩) আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক দল ও জোট সমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে।

(৪) নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও প্যাগোডাসহ ধর্মীয় সকল উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকান্ডে ব্যবহার, নির্বাচনী সভাসমূহে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনরূপ প্রচার নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিলসহ অন্যুন তাকে একবছরের কারাদন্ড ও অর্থদন্ডের বিধান রেখে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আইনের যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে।

(৫) নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যপর্ণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন, এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পরে যখন পূর্ব পাকিস্তান নামে একটি রাজনৈতিক সত্ত্বার উদ্ভব ঘটে, যা বর্তমানের বাংলাদেশ তখন এদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগই ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু। অর্থাৎ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ। আর ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত আদমশুমারীর হিসেব অনুযায়ী এদেশে মোট জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যালঘুদের হার নেমে বর্তমানে মাত্র শতকরা ৯.৫০ভাগে দাঁড়িয়েছে।

২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মহাসমাবেশে উত্থাপিত ৭ দফা দাবির অন্যতম হচ্ছে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার দাবি। সাত দফা দাবির অন্যান্য দাবিগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যথাযথ অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপ, সমঅধিকার ও সমমর্যাদা নিশ্চিত, স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গঠন। এইসব দাবি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাংলাদেশের সংবিধান প্রভৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকার কাজ করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গণ্য করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংখ্যালঘুরা কেন সমাজের কাছ থেকে এত বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছে ? নারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রায় সব সমাজেই অধিকার বঞ্চিত। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে সরকার এসব বঞ্চনার কথা স্বীকার করে বঞ্চনার কারণগুলো দূর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আবার কোন কোন দেশে নারী ও সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন স্বীকারই করা হয় না। সেসব স্থানে এধরণের নির্যাতন-নিপীড়ন ও বঞ্চনা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। সেখানে সরকার এগুলো দেখেও না দেখার ভান করে থাকে। নারী ও সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন পরিচালনার ক্ষেত্রে চরম উদাহরণ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে পাকিস্তানের নাম আসে সর্বাগ্রে । ভারতে নারী ও সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন হলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে এগুলো স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এজন্য সে দেশে আছে নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়। আমাদের বাংলাদেশেও নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য আছে একটি পৃথক মন্ত্রণালয়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের জন্য আছে পৃথক পৃথক ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আছে "সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়"। কিন্তু বাংলাদেশে "সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়" নেই। এজন্য বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা এখন জরুরী প্রয়োজন। ভারতের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ". . . to ensure a more focused approach towards issues relating to the notified minority communities namely Muslim, Christian, Buddhist, Sikhs, Parsis and Jain. The mandate of the Ministry includes formulation of the overall policy and planning, co-ordination, evaluation and review of the regulatory framework and development programmes for the benefit of the minority communities." ভারতের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সে দেশের সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেশ কয়েকটি গ্রুপ ও কমিশন গঠন করেছে। এসব হচ্ছে, "Expert Groups on Diversity Index", "Sachar Committee", "Expert Group to examine & determine the structure and functions of an equal opportunity commission", " Ranganath Misra Commission"। এসব গ্রুপ ও কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার বেশ কিছু কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে। ভারতের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেদেশের সংখ্যালঘুদের স্বার্থে।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারী আচরণের' আশঙ্কা করেছিলেন জেমস মিল এবং তাঁর পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিল। Considerations on Representative Government শীর্ষক ধ্রুপদী কাজে জন স্টুয়ার্ট মিল 'সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারকে' প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হচ্ছে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনৈতিক স্বৈরাচার', অপরটি হচ্ছে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের সামাজিক স্বৈরাচার'। রাজনৈতিক স্বৈরাচারের ব্যাপারটি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী রাজনৈতিক দল এবং বিরোধী দলের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ামূলক আচরণের সাথে সম্পৃক্ত। অপরপক্ষে জন স্টুয়ার্ট মিলের 'সংখ্যাগরিষ্ঠের সামাজিক স্বৈরাচার' এর ধারণাটিতে আমরা বাংলাদেশে 'ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের' প্রতি 'ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের' স্বৈরাচারী আচরণের মিল খুঁজে পাই। যেখানে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ তাদের লোভ-লালসা চরিতার্থের নিমিত্তে আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে 'সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখল', বংশানুক্রমিকভাবে সরকারি খাস জমিতে বসবাসরত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কোনরূপ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াই উচ্ছেদ, ট্যুরিস্ট রিসোর্ট নির্মাণের জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহকে তাদের পৈত্রিক ভিটা-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েদের ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি, সংখ্যালঘুদের অব্যাহত হুমকির মধ্যে রাখা, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় উপাসনালয়সমূহের পবিত্রতা নষ্ট প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়। সার্বিকভাবে জন স্টুয়ার্ট মিল-এর ধারণাকৃত 'সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বৈরাচারের' আগ্রাসী ভূমিকার কারণে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব খুবই অবহেলিত অথবা আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই। যদিও বর্তমান সরকারের আমলে এক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আজ থেকে প্রায় দুই বছর আগে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মহাসমাবেশে তৎকালীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেছিলেন, 'আজকের এ অনুষ্ঠানে আসার আগে মনে করেছিলাম এখানে এসে বিজয়ের গান শুনব। কিন্তু দু:খের বিষয় আমাকে অবাক বিস্ময়ে শুনতে হয়েছে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের নির্মম কথা। কয়েক বছর আগে সরকারকে হুঁশিয়ার করেছিলাম, এভাবে নির্যাতন চলতে থাকলে আগামি ২০ বছরে দেশে কোনো সংখ্যালঘু থাকবে না। কিন্তু এরপরও রাষ্ট্রের আচরণে মৌলিক পরিবর্তন দেখি না।

পৃষ্ঠা ২

২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মহাসমাবেশে উত্থাপিত ৭ দফা দাবির অন্যতম হচ্ছে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার দাবি। সাত দফা দাবির অন্যান্য দাবিগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যথাযথ অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপ, সমঅধিকার ও সমমর্যাদা নিশ্চিত, স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতা সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গঠন। এইসব দাবি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাংলাদেশের সংবিধান প্রভৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে ঐক্য পরিষদের প্রদত্ত স্মারকলিপির পূর্ণ বিবরণ

গত ১৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ সারাদেশে সমাবেশের পর প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিন্ন স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সেই স্মারকলিপি পূর্ণ বিবরণ এখানে পত্রস্থ হলো।]

জননেত্রী শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ ১৯টি ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে আপনি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভিবাদন গ্রহণ করুন।

১৯৭৫-র ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে গোটা দেশ ও জাতি যে উল্টোপথে হাঁটা শুরু করেছিল তা থেকে উত্তরণে আপনার যে প্রজ্ঞাশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব তা আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি। আমরা মনে করি, বর্তমানের মতো ভবিষ্যতেও আপনার গতিশীল নেতৃত্ব সকল প্রকার চক্রান্তকে রুখে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় জননেত্রী,

আজকের এই স্মারকলিপি যে মুহূর্তে আমরা উপস্থাপন করতে চলেছি সে মুহূর্তে গোটা দেশ ও জাতি এক সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখী। প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিম, হিন্দু নির্বিশেষে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর সেখানকার সামরিক বাহিনী ও কালো মুখোশ-কালো পোশাকধারীদের পরিচালিত নির্মম সহিংসতা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যা আমাদের নিদারুণ বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা, প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাই এবং এ ঘটনার জন্যে দায়ীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার চাই। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক বিপর্যয়ের এ দিনগুলোতে তাদের প্রতি মানবিক সহযোগিতার যে আন্তরিক ভূমিকা আপনি পালন করে চলেছেন তার প্রতি বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা যেমনিভাবে বাংলাদেশের সর্বস্তরের নাগরিককে প্রশংসিত করেছে তেমনিভাবে রোহিঙ্গা সমস্যার সার্বিক সমাধানে সরকারের ইতোমধ্যে গৃহীত উদ্যোগকে আমরা সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করি। রোহিঙ্গা ইস্যুতে আপনি জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছেন, বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশে অবস্থানরত দুর্গত রোহিঙ্গাদের তাদের স্বদেশে নিরাপদ অঞ্চল গঠন করে ফিরিয়ে দিতে পারবেন–সে বিশ্বাস বাঙালি জাতির দেশপ্রেমিক অংশ হিসেবে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর রয়েছে। এ মানবিক সমস্যার সমাধানে আপনার সকল উদ্যোগের সাথে আমরা একাত্ম। এছাড়া সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আপনার জিরো টলারেন্সের নীতি আমরা আপামর বাঙালি জাতির মতো আমরা সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আগামী একাদশ সংসদ নিবার্চনকে সামনে রেখে এ দেশের আড়াই কোটি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আপনার কাছে আমাদের কতিপয় আর্তি আছে। আমরা মনে করি, আপনার নেতৃত্বাধীন সরকারি দল ও জোটের সামনের নির্বাচনে এমন কাউকে প্রার্থী করা উচিত হবে না যারা আপনার ভাষায় 'হাইব্রিড', 'আগাছা' এবং যা নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল বা আছে। ইতোমধ্যে আপনিও যারা জনবিচ্ছিন্ন হয়েছেন তাদেরকে প্রার্থী করবেন না বলে বিভিন্ন সময়ে যে বক্তব্য রেখেছেন তাকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। আমরা আশা করছি, আপনার নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল ও জোটের নির্বাচনী ইশতেহারে সংখ্যালঘুদের প্রাণের দাবি ৭-দফার পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত হবে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি থাকবে।

মাননীয় জননেত্রী,

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনার নেতৃত্বে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেখানকার ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধিত আকারে পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে। তথাকথিত শত্রু বা অর্পিত সম্পত্তি ভুক্তভোগীদের রক্ষায় আপনারই ঐকান্তিক আগ্রহে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণীত হয়েছে, 'খ' তপশীল সংক্রান্ত সংশোধনী বাতিল হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, শান্তিচুক্তির আজো যথাযথ বাস্তবায়ন হয় নি, পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের প্রয়োগ ঘটে নি, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের আলোকে 'ক' তপশীলভূক্ত সম্পত্তি আজো ভুক্তভোগীদের কাছে প্রত্যর্পণ হয় নি। আমরা আবেদন করছি– আগামি নির্বাচনের আগে এসব সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব আইন ও চুক্তি বাস্তবায়নে আপনি যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়নের জন্যে আপনার সমীপে বিনীত আবেদন জানাই। এতদ্ব্যতীত বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন আগামি সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ঘোষণা প্রদান করে আশাহত এ জনগোষ্ঠীকে আপনি আশায় বুক বাঁধতে সাহায্য করবেন–এ প্রত্যাশা আপনার কাছে রাখতে চাই।

মাননীয় জননেত্রী,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮গ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পাকিস্তানি আমল থেকে সুদীর্ঘ ৭০ বছর ব্যাপী একটানা বঞ্চনা, বৈষম্য, নিগৃহণ, নিপীড়নের ফলে ইতোমধ্যে পিছিয়ে পড়া ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনায় নেয়ার জন্যে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে পার্লামেন্টসহ জনপ্রতিনিধিত্বশীল সকল সংস্থায় তাদের আসন সংরক্ষণের বিষয়টি আপনি আন্তরিকভাবে বিবেচনা করবেন, এটি আমাদের প্রত্যাশা। একই সাথে আগামি একাদশ সংসদ নির্বাচনে বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থায় যাতে সংসদে আদিবাসীসহ সংখ্যালঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় সে ব্যাপারে আপনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন, এ আমরা আশা করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
দেশপ্রেমিক প্রধানমন্ত্রী,

দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে যে কোন নির্বাচনে ভোটদান আমাদের মৌলিক অধিকার। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সত্য হলেও, নির্বাচনের পূর্বাপর ব্যক্তি নয়, সম্প্রদায় হিসেবে টার্গেট করে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন, নিপীড়ন চালায়, যা আজও অব্যাহত আছে। এর ফলে, নির্বাচন নিয়ে এক ধরনের হতাশা, অনীহা ও ভীতিকর পরিস্থিতি সংখ্যালঘুদের মনোজগতে জেঁকে বসেছে। এর চির অবসানে আমরা আপনার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ ও উদ্যোগ কামনা করছি। আমরা আশা করতে চাই, আগামী সংসদ নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার হবে না, কোন ধরনের উপাসনালয়, মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হবে না, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও উস্কানীমূলক কোন ধরনের বক্তব্য কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে কেউ রাখতে পারবে না, রাখলে তা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে গণ্য করে প্রার্থীতা বাতিলসহ অভিযুক্তদের শাস্তিদানের বিধান নিশ্চিত করা হবে। যদিও এ ব্যাপারে দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের তবুও আমরা মনে করি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দলের প্রধান নেতা হিসেবে এ ব্যাপারে আপনি আগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

মাননীয় জননেত্রী,

দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষকে অধিকারের মন্ত্রে আপনি-ই উদ্বুদ্ধ করেছেন। আপনি বিভিন্ন সময়ে বলেছেন– অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, অধিকার ছিনিয়ে আনতে হয়। সে ব্যাপারে ঐক্যের উপর আপনি বারবার জোর দিয়েছেন। আপনার এসব উক্তি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে, উৎসাহিত করেছে, সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা দিয়েছে। এহেন প্রেরণা থেকেই আজকে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে আপনার সমীপে এ স্মারকলিপি প্রদান করছে।

আশা করি, আপনি তা' আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করবেন এবং এতে উল্লেখিত আমাদের আবেদন সহৃদয়তার সাথে বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করে বার্ধিত করবেন।

আপনার সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে–

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিত্রয় মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীর উত্তম, উষাতন তালুকদার এমপি ও হিউবার্ট গোমেজ এবং সাধারণ সম্পাদক ও ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের সমন্বয় কমিটির সমন্বয়ক রানা দাশগুপ্ত, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) ও সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত সেন দীপু ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট তাপস কুমার পাল, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্মল রোজারিও ও সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত আই কোড়াইয়া, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক অসীম রঞ্জন বড়ুয়া ও সাধারণ সম্পাদক অশোক বড়ুয়া, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি অজিত রঞ্জন বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক সুদীপ বড়ুয়া ও ঢাকা অঞ্চলের প্রতিনিধি স্বপন বড়ুয়া চৌধুরী, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সভাপতি ড. প্রভাষ চন্দ্র রায় ও নির্বাহী মহাসচিব পলাশ কান্তি দে, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি পান্নালাল দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ অধিকারী, বাংলাদেশ হিন্দু লীগের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব শঙ্কর সরকার, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ দে, বাংলাদেশ মাইনোরিটিজ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ অশোকতরু ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. অশোক কুমার ঘোষ, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনোরিটিজ (এইচআরসিবিএম) এর সভাপতি অধ্যাপক ড. অজয় রায় ও সাধারণ সম্পাদক আর এন ত্রিবেদী, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরি আশ্রম ট্রাস্টের সভাপতি এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী ও সহ-সভাপতি দিজেন্দ্রলাল চৌধুরী, স্বজন (সাংবাদিকদের সংগঠন) এর সভাপতি সন্তোষ শর্মা, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরামের সভাপতি রামানন্দ দাস ও সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার দাস, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্মল দাস, অনুভব-এর সভাপতি হীরালাল বালা ও সাধারণ সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস রিকো, বাংলাদেশ মাইনোরিটি রাইটস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. উৎপল বিশ্বাস, ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি ডা. প্রভাষ চন্দ্র রায় ও সাধারণ সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস রিকো।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তিকে

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

প্রায় সব বক্তব্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তির ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা ছাড়া আজ আর কোন বিকল্প নেই। তিনি ঐক্য পরিষদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যা নতুন সংকটের জন্ম দিয়েছে। শরণার্থীর ছদ্মবেশে জঙ্গীরা অস্ত্র ও মাদক নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকছে কি না তাও আজ সবাইকে সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হবে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দুঃখ করে বলেন, এমন অনেকে দলের ভেতরে অনুপ্রবেশ করেছে যারা দলীয় আদর্শে বিশ্বাসী নয়।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মুল স্রোতে থেকে সবাইকে কাজ করতে হবে। নইলে একাত্তরে যে স্বপ্নকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, ত্রিশ লাখ মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। ভুল বোঝাবুঝি বা মতভেদ হতে পারে কিন্তু সেটিকে বড় করে দেখলে হবে না।

লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর- ০১৭৫২-০৩৫৪৫৩ (কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ) যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইতিপূর্বে যে বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানো হতো এখন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে মুল্য বকেয়া পড়ে না যায়।

এ ছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা **parishadbarta@gmail.com**-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবর বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা আসছেই ॥ মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অবস্থান নিচ্ছে। বাংলাদেশের পর্যটনের প্রধান কেন্দ্র এই কক্সবাজার। কী হবে এ জেলার ভবিষ্যৎ ? পর্যটকরা সেখানে যেতে নিরাপদ বোধ করবেন তো? আমরা স্মরণ করতে পারি, ২০১৩ সালে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী যখন শেখ হাসিনার মহাজোট সরকার উৎখাতের জন্য সহিংস আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন তাদের অন্যতম টার্গেট ছিল কক্সবাজার জেলা। তাদের অব্যাহত হরতাল-অবরোধে হাজার হাজার পর্যটক চরম বিপদে পড়েছিল। এই কক্সবাজার জেলাতেই ধ্বংস করা হয়েছিল রামুর বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির। এই ঐতিহাসিক স্থাপনা পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফেসবুকে গুজব রটনা করা হয়েছিল। শত শত ধর্মান্ধ লোক একত্র হয়ে তাণ্ডব চালিয়েছিল। পুলিশ ছিল অসহায়। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা অরাজকতা থামাতে আসেনি। এই ধ্বংসযজ্ঞে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের একটি অংশ সক্রিয় ছিল, এমন অভিযোগ ওঠে। আর তা অমূলক বলেও মনে হয় না। নতুন করে প্রায় পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তারা মিয়ানমারে অত্যাচারিত হয়ে বাংলাদেশে এসেছে। তাদের মধ্যে উগ্র ধর্মান্ধ লোক থাকা অসম্ভব নয়। তাদের কারণে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, এমন শঙ্কা রয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার এ বিষয়ে সচেতন, তাতে সন্দেহ নেই। তবে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের দিক থেকেও আরও সচেতন প্রয়াস থাকা চাই। কক্সবাজারসহ বৃহত্তম চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টি করে যারা শান্তি বিঘ্নিত করতে চায় তারা বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গাদের ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। আমাদের এটাও জানা আছে যে পাকিস্তান আমলে সামরিক শাসকরা এবং তাদের সহযোগী জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগ বিহারী জনগোষ্ঠীকে বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। ১৯৭১ সালে রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সদস্য রিক্রুট করার জন্য বিহারিদের বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। রোহিঙ্গাদের ভূখণ্ড মিয়ানমার। কিন্তু তাদের একটি অংশ অনেক বছর ধরে বৃহত্তম চট্টগ্রামে ব্যবসা করছে। কেউ কেউ সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। কক্সবাজারের কোনো কোনো এলাকায় এখন তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখন এ চিত্র আরও বদলে যাবে। বাংলাদেশের জন্য এ সব হচ্ছে উদ্বেগের বিষয়। একটি টেলিভিশন চ্যানেলে রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী আসার খবরে একজন রোহিঙ্গার সাক্ষৎকার প্রচারিত হয়েছে। এতে বলা হয়, বিশ্বের মুসলমানরা রোহিঙ্গাদের বিপদে এগিয়ে এসেছে। অথচ বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। ত্রাণ সাহায্য মিলছে, তবে তা আসছে বিশ্বের অনেক দেশ থেকে। বাংলাদেশে আশ্রয় পাওয়া রোহিঙ্গারা হয়ত এটা জানেও না। কিংবা এ ক্ষেত্রে রয়েছে মতলববাজি।

বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর শাসনামলে বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে ভারতে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল। কোনো কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন বাংলাদেশে রীতিমতো ট্রেনিং গ্রাউন্ড প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ সব গোষ্ঠীর জন্যই ২০০৪ সালে চট্টগ্রামের একটি সরকারি সার কারখানায় ১০ ট্রাক ভয়ঙ্কর অস্ত্র খালাস করা হয়েছিল। শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে স্পষ্ট ঘোষণা দেন– বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতা পরিচালনার জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। ভারত এখন জানে, শেখ হাসিনা তার অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন। তবে এখন বিপদের উৎস নতুন। বাংলাদেশকে বিপন্ন করার জন্য রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করার জন্য যে মরিয়া চেষ্টা চলবে, তাতে সন্দেহ নেই। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী এবং কয়েকটি ধর্মান্ধ গোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের নিয়ে যে অতি উৎসাহী তার কারণ বোধগম্য। কেউ কেউ তো মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মতো উস্কানি দিয়ে চলেছে।

আমরা রোহিঙ্গাদের মানবিক কারণে আশ্রয় দিয়েছি। তারা অত্যাচারিত হয়ে বাংলাদেশে আসতে বাধ্য হয়েছে। তারা নিজ দেশে সংখ্যালঘু। সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর একটি অংশ সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করে চলেছে। বাংলাদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরাও অত্যাচারিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় এ ভূখণ্ডে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় তিনভাগের এক ভাগ। এখন তা ১০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। কেন এমন অবস্থা সৃষ্টি হলো? এ সংখ্যা কমে যাওয়ার মূল কারণ দেশান্তর হওয়া। প্রাণভয়ে, অপমানিত হওয়ার ভয়ে, সম্পত্তি থেকে উৎখাত হওয়ার ভয়ে, নারী সদস্যদের সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে এবং চাকরি-শিক্ষা-ব্যবসা ও আরও নানা স্থানে ন্যায্য অধিকার না পাওয়ার কারণে তারা দলে দলে চলে গেছে ভারতে। তারা রোহিঙ্গাদের মতো অত্যাচারিত হয়েছিল ১৯৭১ সালে। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এবং তাদের এ দেশীয় অনুচর জামায়াতে ইসলামীর প্রধান টার্গেট ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। সে সময়ে বলা হতো– মিলিটারি আওয়ামী লীগ মারে, মুক্তিবাহিনী মারে। আর হিন্দু মারে। হিন্দুদের মারে বেশি বেশি। অথচ এই জনগোষ্ঠীই পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে 'শত্রু' বা অর্পিত সম্পত্তির অন্যায়ের শিকার। মুসলিম সম্প্রদায়ের নাগরিকরা দশকের পর দশক মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা বা ব্রিটেনে থাকলে তাদের সম্পত্তি তাদেরই থেকে যায়। অথচ হিন্দুদের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান যে বঞ্চনার সূচনা করে গেছেন, সেটাই টিকে আছে। তাদের সম্পত্তির সরকারি দলিলে 'ভিপি' লিখে দিলেই সম্পত্তি বেহাত। এ সম্পত্তি উদ্ধারে সমাজ, প্রশাসন কিংবা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা পাওয়া যায় খুব কম ক্ষেত্রে। কবে এই বঞ্চনা-বৈষম্যের অবসান ঘটবে, কেউ কি জানেন?

রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় পেয়েছে মানবিক কারণে। এটা বাংলাদেশের সমাজের উদারতা। এই উদারতা এ দেশের মূল ধারার ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সব সময় দেখতে পায়নি, সে অভিযোগ রয়েছে এবং তা অমূলক নয়। এ অবস্থার পরিবর্তন হবে, সেটাই কাম্য।

চট্টগ্রামে ঐক্য পরিষদ নেতা রঞ্জিত কুমার চৌধুরীর পরলোকগমন

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য, চট্টগ্রামে গঠিত শত্রু সম্পত্তি প্রতিরোধ পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, খ্যাতনামা সমাজসেবী রঞ্জিত কুমার চৌধুরী গত ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বৎসর। তিনি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ঐক্য পরিষদের দীর্ঘকাল সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে বহু বছর এই সংগঠনের মহাসচিব ও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি হিন্দু ফাউন্ডেশনের ছ'তলা মৈত্রীভবন নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। প্রয়াত রঞ্জিত কুমার চৌধুরী শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সৎসঙ্গ কেন্দ্রীয় সংসদের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম জেলা সৎসঙ্গের দীর্ঘদিন ধরে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রাম দেওয়ানজি পুকুর পাড়স্থ সৎসঙ্গ আশ্রমের চতুর্থ তলা ভবন নির্মাণে উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি অনন্য অবদান রাখেন। প্রয়াত রঞ্জিত কুমার চৌধুরী চট্টগ্রাম জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বহু মঠ- মন্দির নির্মাণে আর্থিক অনুদান প্রদান ছাড়াও মঠ- মন্দির নির্মাণের রূপকার ও উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করেন। সুদক্ষ সংগঠক ও সমাজ হিতৈষী রঞ্জিত কুমার চৌধুরী বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা ও চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি, বাংলাদেশ হার্ডওয়্যার এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম সার্কেলের সভাপতি, চট্টগ্রাম অভয়মিত্র মহাশ্মশান পরিচালনা পরিষদের সভাপতি, পাথরঘাটা পূজা মন্দির পরিচালনা পরিষদের সভাপতি, প্রবর্ত্তক সংঘ (বাংলাদেশ)- এর কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বপালন ছাড়াও বহু ধর্মীয়, সামাজিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে চট্টগ্রামের সামাজিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে। রঞ্জিত চৌধুরীর মৃত্যুতে ঐক্য পরিষদের তিন সভাপতি মেজর জেনারেল (অব:) সি আর দত্ত বীরউত্তম, উষাতন তালুকদার ও হিউবার্ট গোমেজ এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত গভীর শোকপ্রকাশ করেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, রঞ্জিত চৌধুরীর মৃত্যুতে ঐক্য পরিষদ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এ ছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে শোক প্রকাশ করা হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে স্থানীয় অভয়মিত্র মহাশ্মশানে প্রয়াতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নাগরিক শোকসভা কমিটি গঠন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতিমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য, দক্ষিণ জেলার সভাপতি ও বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশন এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান রঞ্জিত কুমার চৌধুরীর নাগরিক শোকসভা আয়োজনের উদ্দেশ্যে এক প্রস্তুতি সভা সম্প্রতি মহানগর ঐক্য পরিষদের সভাপতি প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন দুলাল মজুমদার, তাপস হোড়, অধ্যক্ষ বিজয় লক্ষী দেবী, অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরী, এডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ, এডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী, মতিলাল দেওয়ানজী, বিজয় বড়ুয়া, বাবুল দত্ত, রতন আচার্য্য, মীর আহসান রবিন, হরিপদ চৌধুরী বাবুল, অনুপ রক্ষিত, সুমন দে, বিশ্বজিৎ পালিত, বিকাশ মজুমদার, এড. অনুপম, বিশ্বাস, ডাঃ চন্দন দত্ত, এ্যাড. রুবেল পাল, প্রদীপ গুহ, রতন চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরীকে চেয়ারম্যান, দুলাল মজুমদার কে কো-চেয়ারম্যান, প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষুকে সদস্য সচিব , তাপস হোড়কে সমন্বয়কারী ও সুমন দে' কে কোষাধ্যক্ষ করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট একটি নাগরিক শোকসভা কমিটি গঠন করা হয়। ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় শোকসভায় রাঙ্গামাটি থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য ও ঐক্য পরিষদের তিন সভাপতির অন্যতম উষাতন তালুকদারকে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে।

কুমিল্লায় ঐক্য পরিষদের মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

॥ কুমিল্লা প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দু'দিনব্যাপী মানবাধিকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে কুমিল্লার বরুড়ার মহেশপুর রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে।

গত ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫.৩০টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলে। প্রথম দিন সকালের উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়বালা বিশ্বাস, কুমিল্লা জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক চন্দন কুমার রায় ও অধ্যক্ষ তাপস বকসী, প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার তাপস কান্তি বল, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ডেপুটি রেজিস্ট্রার কেশব রায় চৌধুরী, বরুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আজমউদ্দিন মাহমুদ, সাপ্তাহিক বিবর্তনের সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপ মজুমদার ও মহেশপুর রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সভাপতি দীপক কুমার ভৌমিক। মানবাধিকার বিষয়ক ধারণা, মানবাধিকার প্রশিক্ষণ ধারণা, তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব, মানবাধিকার লংঘন, ডকুমেন্টশন, ফ্যাক্টস ফাইণ্ডিং এবং রিপোর্টিং, তথ্য পাওয়ার অধিকার, পুলিশী হেফাজতে নির্যাতন এবং প্রতিকার, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপদ নেটওয়ার্কিং-র মাধ্যমে এ্যাডভোকেসি, ভূমিসংক্রান্ত অধিকারসমূহ, সম্পত্তি হস্তান্তর, নামজারি এবং অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ে আইনগত সহায়তা পাওয়ার উপায়, উত্তরাধিকার এবং নারীর অধিকার সংক্রান্ত হিন্দু আইন, মানবাধিকার এবং প্রতিকার ব্যবস্থায় সাংবিধানিক স্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেন ব্যারিস্টার তাপস কান্তি বল, প্রিয় বালা বিশ্বাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রভাষক প্রিয়াংকা বোস কস্তা, আইটি অ্যাকটিভিস্টি ইঞ্জিনিয়ার শুভ্র দেব কর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তাপস কুমার দাস, ফাহিম ফয়সাল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রভাষক সুপ্রভাত হালদার। দ্বিতীয় অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত।

শরণার্থীদের সহায়তার ঘোষণা

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা বিসর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সন্ধ্যার আগে বিজয়া শোভাযাত্রা শেষ করার জন্য বলা হয়েছে এবং এও বলা হয়, রাত দশটার মধ্যে বিসর্জন সম্পন্ন করতে হবে। পরিষদ রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেছে, বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে এক ভয়াবহ অমানবিক সমস্যার সন্মুখিন হয়েছে। পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে. দুর্গাপূজায় উৎসবের খরচ বাঁচিয়ে শরণার্থীদের সহায়তা করা হবে। সারাদেশে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে পূজা কমিটিগুলোকে।

পরিষদ শারদীয় দুর্গাপূজায় তিনদিনের ছুটি ঘোষণা, দূর্গোৎসবে ঈদের মতো বঙ্গভবন, গণভবন, নগরভবন এবং জেলা পর্যায়ে সরকারি ভবনসমূহে আলোকসজ্জা, দেশের সকল কারাগারে পুজোর দিনগুলোতে উন্নত খাবার পরিবেশন, ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বাতিল করে হিন্দু ফাউন্ডেশন গঠন, দুর্গাপূজোয় সকল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাসহ সকল নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ রাখা এবং পুজো মন্ডপে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়।

বীরকন্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবন উদ্বোধন ২০ অক্টোবর

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বীরকন্যা প্রীতিলতা ট্রাস্টের উদ্যোগ এবং বর্তমান সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে বীরকন্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবন। ব্যয় হয়েছে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা। আগামি ২০ অক্টোবর চট্টগ্রামের পটিয়ায় বিপ্লব তীর্থ ধলঘাট গ্রামে প্রীতিলতা জন্মভূমিতে নির্মিত এই ভবনের শুভ উদ্বোধন হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত থাকবেন। উক্ত সাংস্কৃতিক ভবনে রয়েছে- একটি উন্মুক্ত মঞ্চ, স্কুল, সংগ্রহ শালা, সেমিনার কক্ষ, পাঠাগার, ডাইনিং, কিচেন, আবাসন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুবিধা সমূহ।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে : ওবায়দুল কাদের

॥ নিজস্ব বার্তা প্রতিবেদক ॥

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সাথে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতাদের প্রায় দু'ঘন্টাব্যাপী বৈঠকে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভাবনা, রোহিঙ্গা সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে খোলাখুলি মতবিনিময় হয়। আন্তরিক হৃদ্যতা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে গত ৮ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, উপ-দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া উপস্থিত ছিলেন। ঐক্য পরিষদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, কাজল দেবনাথ, জয়ন্ত সেন দীপু, রঞ্জন কর্মকার, নির্মল রোজারিও, মনীন্দ্র কুমার নাথ, জয়ন্ত কুমার দেব, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, এ্যাডভোকেট তাপস কুমার পাল, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় প্রমুখ।

কোন কোন নেতা সংখ্যালঘুদের আপদ মনে করেন: রানা দাশগুপ্ত

ওবায়দুল কাদের শুরুতে ঐক্য পরিষদের নেতাদের তাঁর বাসভবনে স্বাগত জানিয়ে খোলাখুলি মতবিনিময়ের জন্যে আহ্বান জানান। এর জবাবে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেন, বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের 'আপদ' বলে মনে করেন। আর কেউ কেউ মনে করেন, এরা 'অনুগ্রহের দাস'। এমনতরো অবস্থা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে এরা ত' ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করে নি, আত্মত্যাগ করে নি। তিনি প্রশ্ন করেন, নাগরিক হিসেবে নাগরিকের মর্যাদায় বেঁচে থাকার জন্যে আর কতকাল সংখ্যালঘুদের অপেক্ষা করতে হবে?

এ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত বলেন, সংখ্যালঘুরা আজ অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। এ থেকে উত্তরণে এবং সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের লক্ষাধিক জনতার মহাসমাবেশে গৃহীত ৭-দফা দাবিকে তাঁরা প্রাণের দাবি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘুরা অধিকতর সংকটের মুখোমুখি হবার আশংকা করছে এবং তা উত্তরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চা গঠন করেছে। এ মোর্চা সকল রাজনৈতিক দল ও জোট, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের কাছে ৫ দফা দাবি উত্থাপন করেছে। সংখ্যালঘু জনমনের হতাশা দূরীকরণে ও নির্বাচন বিমুখতা থেকে তাদের নির্বাচনমুখী করার লক্ষ্যে দাবিসমূহ বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও হস্তক্ষেপ তিনি আন্তরিকতার সাথে কামনা করেন।

সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. তাপস কুমার পাল ছাত্র লীগ নামধারী দুর্বৃত্তদের হাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিভিন্ন কাহিনী তুলে ধরেন এবং বলেন, অনতিবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি শারদীয়া দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিপালনে দল ও প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপের উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ওবায়দুল কাদের ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য গভীর মনোযোগের সাথে শোনেন এবং তাদের পৃষ্ঠা ৬

নাগরিক সমাজের পক্ষে সুলতানা কামাল

জনগণের সংহতি ও ঐক্যকে কোনভাবেই ক্ষুণ্ন করতে দেয়া যাবে না

॥ নিজস্ব বার্তা প্রতিবেদক ॥

নাগরিক সমাজের পক্ষে বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ২০ সেপ্টেম্বর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির গোলটেবিল লাউঞ্জে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মায়ানমারের সেনাবাহিনী ও পুলিশী বাহিনীর রোহিঙ্গা নির্মূল অভিযানের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে অনতিবিলম্বে তা বন্ধের জন্যে সেখানকার সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন। একই সাথে মায়ানমারের আনুষ্ঠানিক সরকার প্রধান অং সান সু চি'র জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এতে রোহিঙ্গা সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর উপর অমানবিক নির্যাতন, নিপীড়ন ও হত্যার কোন স্বীকৃতি নেই। তাদের দেশে ফিরিয়ে নেয়ারও আশ্বাস নেই।

এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বিদ্যমান পরিস্থিতিকে 'জটিল' উল্লেখ করে তা থেকে উত্তরণে সরকারের কাছে ১১ দফা দাবি ও সুপারিশ সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরেন।

তিনি বাংলাদেশের সকল ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সংহতি, ঐক্য, সহমর্মিতা যাতে কোন উস্কানীতেই ক্ষুণ্ন না হয় এবং মিয়ানমারের ঘটনার প্রভাবে দেশের কোন ধর্মীয় কিংবা জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের প্রতি কোন স্বার্থান্বেষী মহল যেন বিদ্বেষ সৃষ্টির অপচেষ্টা বা অপপ্রচার চালাতে না পারে তজ্জন্যে সরকার, নিরাপত্তা বাহিনী, সকল গণতান্ত্রিক শক্তি, নাগরিক সমাজ এবং সংবাদ মাধ্যমকে সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভায় বক্তারা জাতির এই ক্লান্তিকালে মতনির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে এক থাকার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁরা মনে করেন, রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ গোষ্ঠী পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর সুযোগ নিতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও সতর্ক থাকতে হবে।

নাগরিক সমাজের পক্ষে অধ্যাপক ড. অজয় রায়, খুশী কবীর, এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাত, অধ্যাপক এম এম আকাশ, এ্যাড. তোবারক হোসেন, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, এ্যাড. সৈয়দ রিজওয়ানা হাসান, কাজল দেবনাথ, শামসুল হুদা, এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, এস এম রেজাউল করিম, ফারাহ কবীর, অধ্যাপক ড. আবুল উসমান, অধ্যাপক ড. হায়দার আলী খান, হিরণ চাকমা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

১৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সংখ্যালঘু ঐক্য মোর্চার সমাবেশ ও পদযাত্রার কয়েকটি মুখ ছবি: পরিষদ বার্তা

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ০১৭১৫১৫৮৩৩২